'সে কথা এই হারামজাদী ছেনালকে শুধাও। তিনু তাতে বাপ পড়শী; আমি ওর সঙ্গে পেথকাম।'

দুর্গার পেছনে পেছনে তাহার মা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়াছিল; সকলের পিছনে পাতুর বিড়ালীর মত বউটাও গুন গুন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল। তারপর সে এক চরম অশ্লীল বাক-বিতণ্ডা। স্বৈরিণী দুর্গা উচ্চকণ্ঠে পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ের কু-কীর্তির গুপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া পাতুর মুখের ওপর সদম্ভে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিল—'ঘর আমার, আমি নিজের রোজগারে করেছি, আমার খুসি যার ওপর হবে—সে-ই আমার বাড়া আসবে। তোর কি? তাতে তোর কি? তু আমাকে খেতে দিস, না, দিবি? আপন পরিবারকে সাম্‌লাস তু।

পাতু আরও ঘা কতক লাগাইয়া দিয়াছিল। পাতুর বউটি ঘোমটার ভিতর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ননদকে গাল দিতে সুরু করিয়াছিল। মজলিসের উত্তাপের মধ্যে উত্তেজিত কলরব হাতাহাতির সীমানায় বোধ করি গিয়া পৌঁছিয়াছিল—ঠিক এই সময়েই আগুন জ্বলিয়া উঠে।

এই দুই দিনের উত্তেজনা, তাহার উপর এই অগ্নিদাহের ফলে গৃহহীনতার অপরিমেয় দুঃখ তাহাকে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত করিয়া তুলিয়াছিল। সে নীরবেই কাজ করিয়া চলিতেছিল, এমন সময় তাহার বউ-এর ছিঁচকাঁদুনি তাহার কানে গেল। সে এতক্ষণে ছাগল-গরুগুলিকে অদূরবর্তী খেজুর-গাছগুলার গোড়ায় খোঁটা পুঁতিয়া বাঁধিয়া দিল। তাহার পর হাঁসগুলিকে নিকটবর্তী পুকুরের জলে নামাইয়া দিয়া, স্বামীর কাজে সাহায্য করিতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই গুনগুনানির কান্নার রেশও টানিয়া চলিল। পাতু হিংস্র জানোয়ারের মত দাঁত বাহির করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল—এ্যাই দেখ, মিহি-গলায় আর ঢং করে কাঁদিস না বলছি। মেরে হাড় ভেঙে দোব—হ্যাঁ।

ঘর পুড়িয়া যাওয়ার দুঃখে এবং সমস্ত রাত্রি কষ্টভোগের ফলে পাতুর বউয়ের মেজাজও খুব ভাল ছিল না, সে বন্যবিড়ালীর মত হিংস্র ভঙ্গিতে ফ্যাঁস করিয়া উঠিল—ক্যানে, ক্যানে আমার হাড় ভেঙে দিবি শুনি? বলে—'দরবারে হেরে, মাগকে মারে ধ'রে'—সেই বিত্তান্ত। নিজের ছেনাল বোনকে কিছু বলবার ক্ষোমতা নাই—

পাতুর আর সহ্য হইল না, সে বাঘের মত লাফ দিয়া বউকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। তাহার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান তখন লোপ পাইয়া গিয়াছে।

পাতুর ঘরের সম্মুখেই—একই উঠানের ওপাশে দুর্গা ও তাহার মায়ের ঘর। তাহারাও ঘরের ছাই পরিষ্কার করিতে ছিল। বউয়ের কথা শুনিয়া দুর্গা দংশনোদ্যত সাপিনীর মতই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; পাতুর নির্যাতন-ব্যবস্থা দেখিয়া বিজ্ঞভাবে ভাইকেই বলিল—হ্যাঁ, বউকে একটুকুন শাসন কর, মাথায় তুলিস না?

সেই মুহূর্তেই জগন ডাক্তারের ধরা-গলা শোনা গেল, সে হাঁ হাঁ করিয়া বলিল—ছাড়্ ছাড়্ হারামজাদা বাগেন, মরে যাবে যে!

কথা বলিতে বলিতে ডাক্তার আসিয়া পাতুর চুলের মুঠি ধরিয়া আকর্ষণ করিল। পাতু বউকে ছাড়িয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—দেখেন দেখি হারামজাদীর আস্পদ্দা, ঘরে আগুন টাগুন লাগিয়ে—

—জল আন্, জল। জলদি, হারামজাদা শোয়ার—বলিয়া জগন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। বউটা অচেতন হইয়া অসাড়ের মত পড়িয়া আছে। ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া নাড়ী ধরিল।

পাতু এবার শঙ্কিত হইয়া ঝুঁকিয়া বউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ এক মুহূর্তে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো, আমি বউকে মেরে ফেললাম গো।

পাতুর মা সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাবা, কি করলি রে?

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া বলিল—ওরে জল,—শীগগির জল আন্।

দুর্গা ছুটিয়া জল লইয়া আসিল। সে বউয়ের মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিয়া বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল; ডাক্তার ছপাছপ জলের ছিটা দিয়া বলিল—কই, মুখে মুখ দিয়ে ফুঁ দে দেখি দুগ্‌গা।

কিন্তু ফুঁ আর দিতে হইল না, বউ আপনিই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—আমাকে আর কারুর মেয়তা করতে হবে না রে, সংসারে আমার কেউ নাই রে। গলা তাহার ধরিয়া গিয়াছে, আওয়াজ বাহির হয় না; তবু সে প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করিল।

* * *

জগন ডাক্তার কতকগুলি ঘর পুড়িয়াছে গণনা করিয়া নোটবুকে লিখিয়া লইল; কতগুলি মানুষ বিপন্ন তাহাও লিখিয়া লইল। খবরের কাগজে পাঠাইতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা আবেদনের খসড়া সে ইতিমধ্যেই করিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় চার-পাঁচখানা গ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে

ভিক্ষা করিয়া খড়, বাঁশ, চাল, পুরানো কাপড়, অর্থ এবং সংগ্রহের জন্য একটা সাহায্য সমিতি গঠনের কল্পনাও মনে মনে ছকিয়া ফেলিয়াছে।

এ পাড়ার সকলকে ডাকিয়া ডাক্তার বলিল—সব আপন আপন মনিবের কাছে যা, গিয়ে বল—ছুটো করে বাঁশ, দশ গণ্ডা করে খড়, পাঁচ-সাত দিনের মত খোরাকি আমাদের দিতে হবে। আর যা লাগবে—চেয়ে-চিন্তে আমি যোগাড় করছি। মাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত দিতে হবে—আমি লিখে রাখছি, ও বেলায় গিয়ে সব টিপসই দিয়ে আসবি।

সকলে চুপ করিয়া রহিল, ম্যাজিস্ট্রেটের নামে তাহারা ভড়্‌কাইয়া গিয়াছে। সাহেব-সুবাকে ইহারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলিয়াই জানে, কনেস্টবল দারোগার উপরওয়ালা হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেটের নামে তাহাদের আতঙ্ক বহুগুণ বাড়িয়া যায়। তাহার কাছে দরখাস্ত পাঠাইয়া আবার কোন্ ফ্যাসাদ বাধিবে কে জানে!

জগন বলিল—বুঝলি আমার কথা? চুপ করে রইলি যে সব!

এবার সতীশ বাউড়ি বলিল—আজ্ঞে সায়েবের কাছে—

—হ্যাঁ, সায়েবের কাছে।

—শেষে, আবার কি-না-কি ফ্যাসাদ হবে মশায়!

—ফ্যাসাদ কিসের রে? জেলার কর্তা, প্রজার সুখদুঃখের ভার তাঁর ওপর। দুঃখের কথা জানালেই তাকে সাহায্য করতে হবে।

– আজ্ঞে, উ মশায়—

—উ আবার কি?

—আজ্ঞে, কনেস্টবল-দারোগা-থানা-পুলিশ টানা-হ্যাঁচড়-কৈফেত—সে মশায় হাজার হাঙ্গাম!

ডাক্তার এবার ভীষণ চটিয়া গেল। তাহার কথায় প্রতিবাদ করিলে সে চটিয়াই যায়! তাহার উপর এই লোক-হিতৈষণা উপলক্ষ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত পরিচিত হওয়ার একটা প্রবল বাসনা তাহার ছিল। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষাও তাহার অনেক দিনের; কেবলমাত্র মান-মর্যাদা লাভের জন্যই নয়, দেশের কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাহার আছে। কিন্তু কঙ্কণার বাবুরাই ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত সভ্যপদগুলি দখল করিয়া রহিয়াছে। ইউনিয়নের সমস্ত গ্রামগুলিই কঙ্কণার বিভিন্ন বাবুদের জমিদারি। গতবার জগন ঘোষ বোর্ডের ইলেকশনে নামিয়া মাত্র তিনটি ভোট পাইয়াছিল। সরকার তরফ হইতে মনোনীত সভ্যপদগুলিও কঙ্কণার বাবুদের

একচেটিয়া। সাহেব-সুবোরা উহাদিগকেই চেনে, কল্পনাতেই তাহারা আসে যায়, সভ্য-মনোনয়নের সময়ও এই দরখাস্তগুলিই মঞ্জুর হইয়া যায়। এই কারণে এমন একটি পরহিত-ব্রতের ছুতা লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিবার সঙ্কল্পটি ডাক্তারের বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং পরমকাম্য। সেই সঙ্কল্প পূরণের পথে বাধা পাইয়া ডাক্তার ভীষণ চটিয়া উঠিল। বলিল—তবে মর্-গে তোরা, পচে মর্ গে! হারামজাদা মুখ্যুর দল সব।

—কি, হ'ল কি ডাক্তার—বলিয়া ঠিক এই মুহূর্তটিতেই বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী পিছনের গাছপালার আড়াল অতিক্রম করিয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী ইঁহাদের এই আকস্মিক বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন। এ তাঁহাদের পূর্বপুরুষের প্রবর্তিত কর্তব্য! সে কর্তব্য আজও তিনি যথাসাধ্য পালন করেন। ব্যবস্থাটার মধ্যে দয়ারই প্রাধান্য, কিন্তু প্রেমও খানিকটা আছে।

ডাক্তার চৌধুরীকে দেখিয়া বলিল—দেখুন না, বেটাদের মুখ্যুমি। বলছি, ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কাছে একটা একটা দরখাস্ত কর্। তা, বল্‌ছে কি জানেন? বলছে,—থানা-পুলিশ-দারোগা সায়েব-সুবো—বেজায় হাঙ্গামা।

চৌধুরী বলিলেন তা, মিছে বলে নাই—এর জন্যে আর সায়েব-সুবো কেন ভাই? গাঁয়ের পাঁচ জনের কাছ থেকেই তো ওদের কাজ হয়ে যাবে! ধর, আমি ওদের প্রত্যেককে দু'গণ্ডা ক'রে থড় দোব, পাঁচটা বাঁশ দোব; এমনি ক'রে—

ডাক্তার আর শুনিল না, হন্ হন্ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—যাস্ বেটারা এর পর আমার কাছে। আরও কিছুদূর আসিয়া আবার দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—কাল রাত্রে কে কোথায় ছিল রে? কাল রাত্রে? চৌধুরীর কথায় সে বেজায় চটিয়া গিয়াছে।

চৌধুরী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—তা দরখাস্ত করতেই বা দোষ কি বাবা সতীশ? ডাক্তার যখন বলছে। আর সায়েবের যদি দয়াই হয়—সে তো তোমাদেরই মঙ্গল! তাই বরং তোমরা যেও ডাক্তারের কাছে।

সতীশ বলিল—হাঙ্গামা কিছু হবে না তো চৌধুরী মশায়? আমাদের সেই ভয়টাই বেশী লাগছে কিনা।

ভয় কি? হাঙ্গামাও কিছু হবে বলে তো মনে নেয় না বাবা! না—না—হাঙ্গামা কিছু হবে না—

অপরাহ্নে সকলে দল বাঁধিয়া ডাক্তারের কাছে হাজির হইল। আসিল না কেবল পাতু।

ও বেলার ক্রুদ্ধ ডাক্তার এ বেলায় তাহাদের আসিতে দেখিয়া খুসী হইয়া উঠিয়াছিল; বেশ করিয়া সকলকে দেখিয়া লইয়া বলিল—পাতু কই, পাতু?

সতীশ বলিল—পাতু আজ্ঞে আসবে না। সে মশাই গাঁয়েই থাকবে না বলছে।

—গাঁয়েই থাকবে না? কেন, এত রাগ কেন রে?

—সে মশায় সে-ই জানে। সে আপনার,—উ-পারে জংসনে গিয়ে থাকবে। বলে যেখেনে খাটব সেখানেই ভাত।

—দেবোত্তরের জমি ভোগ করে যে!

—জমি ছেড়ে দেবে মশায়। বলে ওতে পেটই ভরে না, তা উ-কি হবে। উ-সব বড়নোকের কথা ছেড়ে দেন। পাতু বায়েন আমাদের বড়নোক উকিল ব্যালেস্টারের সামিল।

—আহা তাই হোক। সে বড়নোকই হোক। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। দলের পিছনে ছিল দুর্গা, সে ফোঁস করিয়া উঠিল। তারপর বলিল—সে যদি উঠেই যায় গাঁ থেকে, তাতে নোকের কি, শুনি? উকিল ব্যালেস্টার — সাত-সতেরো বলা ক্যানে শুনি? সে যদি চলেই যায়—তাতে তো ভাল হবে তোদেরই। ভিক্ষের ভাগ তোদের মোটা হবে।

জগন ডাক্তার ধমক দিয়া উঠিল—থাম, থাম দুর্গা।

—ক্যানে, থামবে ক্যানে? কিসের লেগে? এত কথা কিসের?—বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া আপনার পাড়ার দিকে পথ ধরিল।

—ওই! এই দুর্গা, টিপ-সই দিয়ে যা!

—না।

—তা হলে কিন্তু সরকারী টাকার কিছুই পাবি না তুই।

এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ মুচ্‌কাইয়া দুর্গা বলিল—আমি টিপ-সই দিতে আসি নাই গো। তোমার তালগাছ বিক্রি আছে শুনে এসেছিলাম কিনতে। গতর থাকতে ভিখ মাঙ্‌ব ক্যানে? গলায় দড়ি! সে আবার মুহূর্তে ঘুরিয়া আপন মনেই পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

পথে বাঁশ-জঙ্গলে ঘেরা পাল-পুকুরের কোণে আসিয়া দুর্গা দেখিল, বাঁশ-বনের আড়ালে শ্রীহরি পাল দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গা হাসিয়া দুই হাত জড়ো